এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ আগামীকাল

চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল আগামীকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রকাশিত হবে। ফলাফল শিক্ষা বোর্ডসমূহের ওয়েবসাইটে, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্র বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. খন্দোকার এহসানুল কবির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।

আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশের পর শিক্ষা বোর্ডগুলোর ওয়েবসাইট ও এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানা যাবে। ওয়েবসাইটে রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পরীক্ষার নাম, বছর ও শিক্ষাবোর্ড সিলেক্ট করে ‘সাবমিট’ বাটনে ক্লিক করে ফল জানা যাবে।

এ ছাড়া যে কোন মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমেও ফল জানা যাবে। ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে SSC লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে আবার স্পেস দিয়ে পাসের বছর লিখে পাঠাতে হবে ১৬২২২ নম্বরে। উদাহরণ: SSC Dha ১২৩৪৫৬ ২০২৫ লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। ফিরতি এসএমএসে জানা যাবে ফল।

উল্লেখ্য, মাদ্রাসা বোর্ডের জন্য বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষরের ক্ষেত্রে Mad এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জন্য ঞবপ লিখতে হবে।

ফলাফল নিয়ে অসন্তুষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবারের মত এবারও খাতা চ্যালেঞ্জ বা ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদনের সুযোগ পাবেন। খাতা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য এসএমএসের মাধ্যমে ১১ জুলাই থেকে ১৭ জুলাইয়ের পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

শুধু টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে উক্ত ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদন করা যাবে। আবেদন করার নিয়ম- RSC<Space> Board Name (First 3 letters)<Space>Roll<Space>Subject Code লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে ১৬২২২ নাম্বারে। একাধিক Subject Code Type এর ক্ষেত্রে কমা (,)

ব্যবহার করতে হবে, যেমন-১০১,১০২,১০৩। প্রতি পত্রের জন্য আবেদন ফি হবে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা।

গত ১০ এপ্রিল সারা দেশে একযোগে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়। লিখিত পরীক্ষা শেষ হয় গত ১৩ মে। ব্যবহারিক পরীক্ষা ১৫ থেকে ২২ মে মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। দেশের সব শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ১৯ লাখ ২৮ হাজার পরীক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেবে। এর মধ্যে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী রয়েছে ১৪ লাখ ৯০ হাজার ১৪২ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৭ লাখ এক হাজার ৫৩৮ জন এবং ছাত্রী ৭ লাখ ৮৮ হাজার ৬০৪ জন। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ২ হাজার ২৯১টি, প্রতিষ্ঠানসংখ্যা ১৮ হাজার ৮৪টি।

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থী রয়েছেন ২ লাখ ৯৪ হাজার ৭২৬ জন। এর মধ্যে ছাত্র এক লাখ ৫০ হাজার ৮৯৩ জন এবং এক লাখ ৪৩ হাজার ৮৩৩ জন ছাত্রী। এই বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৭২৫টি। প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯ হাজার ৬৩টি।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সর্বমোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৪৩ হাজার ৩১৩ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১ লাখ ৮ হাজার ৩৮৫ এবং ছাত্রী ৩৪ হাজার ৯২৮ জন।

দামুড়হুদায় ফল উৎসব মেলা ও কৃষি উপকরণের উদ্বোধন

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে ফল উৎসব মেলা ও কৃষি উপকরণের শুভ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথি মিত্র। আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে কৃষি অফিসের আয়োজনে ফল উৎসব মেলা ও কৃষি উপকরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় দেশীয় বিভিন্ন জাতের ফল দিয়ে সাজানো ইনস্টলটি ঘুরে দেখেন ও কৃষি উপকরণ ধানের বীজ ও নারিকেলের, তালের চারা কৃষকদের হাতে তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথি মিত্র।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, সমাজ সেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জল হক, প্রকৌশলী কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আল সাবাহ, একাডেমি মাধ্যমিক স্কুল সুপার ভাইজার রাফিজুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার অভিজিৎ কুমার বিশ্বাসসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও আমন্ত্রণিত অতিথিবৃন্দ।

গাংনীতে জাতীয় ফল মেলার উদ্বোধন

“দেশী ফল বেশি খাই, আসুন ফলের গাছ লাগাই” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের গাংনীতে তিন দিন ব্যাপি জাতীয় ফল মেলা ২০২৫ এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টার সময় উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে দিবসটি উপলক্ষ্যে ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা,উপজেলা মুক্তিযোদ্ধার সাবেক কমান্ডার ও বিএনপির প্রবীণ নেতা শামসুল আলম সোনা।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, কৃষি কর্মকর্তা (কৃষিবিদ) মোঃ ইমরান হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ আরাফাত মিয়া।

এ সময় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ শাহীন রেজা জুয়েল, নাইমুর রহমান, মো ফরিদ উদ্দিন ও মর্তুজা জামানসহ স্থানীয় কৃষক গণ উপস্থিত ছিলেন।

মেলায় দেশীয় বিভিন্ন ফলের স্টল সাজানো হয়েছে।

মুজিবনগরে তিন দিনব্যাপী ফল মেলা উদ্বোধন

“দেশি ফল বেশি খাই, আসুন ফলের গাছ লাগাই” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে তিন দিনব্যাপী ফল মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত চলবে এই ফল মেলা। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স এবং সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান।

ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধনের পর ইউএনও পলাশ মন্ডল অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

মেলায় ৪টি স্টলে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, ড্রাগন, লেবু, তাল, কামরাঙ্গা, খেজুর, জামরুল, পেঁপে, গাব, আঁশফল, মালটা ও পেয়ারাসহ বিভিন্ন প্রজাতির দেশি ফল প্রদর্শিত হয়েছে।

স্থানীয় কৃষকদের উৎসাহিত করা এবং জনগণের মধ্যে দেশি ফলের গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা।

ঝিনাইদহে ৩ দিন ব্যাপী জাতীয়

ফল মেলার উদ্বোধন

‘দেশী ফল বেশি খাই, আসুন ফলের গাছ লাগাই’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে ৩ দিন ব্যাপী জাতীয় ফল মেলা।

বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) সকালে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মঞ্জুর মোর্শেদ, জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: এ এস এম আতিকুজ্জামান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক সেলিম রেজা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে এ মেলায় ৫ টি স্টল প্রদর্শণ করা হয়েছে। প্রায় অর্ধশত প্রকার দেশীয় ফল ও ফল আবাদের উন্নত প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে মেলায়।

আগামী ২১ জুন শেষ হবে এ মেলা। দেশীয় ফলের উৎপাদন ও ভোক্তা সচেতনতা বাড়াতে এ ধরণের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন আয়োজকরা।

মেহেরপুরে ৩ দিনব্যাপী ফল মেলা উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী ফল মেলা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খামারবাড়ি প্রাঙ্গণে এই

মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সামছুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমীন, বিএডিসির উপ-পরিচালক হাফিজুল ইসলাম এবং সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুল রহিম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক শায়খুল ইসলাম। সঞ্চালনা করেন সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ মনিরুজ্জামান।

“দেশি ফল বেশি খাই, আসুন ফলের গাছ লাগাই” প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আশরাফুল হাবিব, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাধন চন্দ্র সরকার, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জাকারিয়া পারভেজ এবং আম চাষি সাইদুর রহমান শাহীন প্রমুখ। মেলার স্টল পরিচালনা করেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা চায়না পারভীন

ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধনের পর জেলা প্রশাসক বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। মেলায় ৬টি স্টলে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, ড্রাগন, লেবু, তাল, কামরাঙ্গা, খেজুর, জামরুল, পেঁপে, গাব, আঁশফল, মালটা ও পেয়ারাসহ নানা জাতের দেশি ফল প্রদর্শিত হয়েছে।

স্থানীয় কৃষকদের উৎসাহিত করতে এবং জনগণের মাঝে দেশি ফলের গুরুত্ব তুলে ধরতেই এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা।

ঝিনাইদহে ফল চুরির অপবাদে মাদরাসা ছাত্রকে নির্যাতন

ঝিনাইদহে ইফতারের ফল চুরি করে খাওয়ার অপবাদে এক মাদরাসাছাত্রের ওপর অমানবিক নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় বইছে।

বুধবার (৫ মার্চ) সকালে সদর উপজেলার মথুরাপুর আদর্শ এতিমখানায় এ ঘটনা ঘটে। নির্যাতনের শিকার সাগর হোসেন ওই এতিমখানার আবাসিক শিক্ষার্থী। সে বাড়িবাথান দাখিল মাদরাসার দশম শ্রেণির ছাত্র।

ভুক্তভোগী সাগর হোসেন বলেন, সোমবার ইফতারের পর দুই মাল্টা স্যারদের না জানিয়ে আমি খেয়েছিলাম। এ নিয়ে কয়েকজন স্যার আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়। পরে আজ সকালে লাঠি ও ক্রিকেট খেলার স্টাম্প দিয়ে আমাকে বেধড়ক মারপিট করে। আমার স্বজনরা জানতে পেরে আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ অভিযোগের বিষয়ে জানতে মাদরাসার শিক্ষক ইমরান হাওলাদারের ব্যবহৃত মোবাইলে একাধিক বার কল করলেও তিনি রিসিভ করেন নি। এমনকি ওই এতিমখানায় গিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ওই মাদরাসাছাত্রের ওপর নির্যাতনের কথা শুনেছি। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবার লিখিত অভিযোগ দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

হাট-বাজারে ফল বিক্রি করা বাহার আলীর বাহারী কুলবাগান

হাটে বাজারে ফল বিক্রি করতে বাহার আলী। কিন্ত মনের কোনে স্বপ্ন জাগে নিজের একটা ফলের বাগান হোক। সেই ভাবনায় বিভোর থাকার একপর্যায়ে অনেকের পরামর্শে দেড় বিঘা জমি লিজ নিয়ে শুরু গড়ে তোলেন পেয়ারা এবং কুলের বাগান।

আট মাসের ব্যবধানে কুলবাগানে গাছের ডালে ঝুলছে থোকায় থোকায় বরই। সবুজ পাতা ভেদ করে ভারত সুন্দরী কুলগুলো যেন দেখে মনে হয় লাল টকটকে আপেল। সবুজ ও হালকা হলুদের ওপর লাল এ জাতের কুল খেতে খুব মিষ্টি ও সুস্বাদু।

বাহার আলী কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের

জন্য কৃষি বিভাগের পরামর্শে জীবানুমুক্ত ট্যাবলেট প্রত্যেক গাছ থেকে ১ ফুট ৬ ইঞ্চি দিয়ে পুতে দেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, প্রথমবারের মতো বাগান থেকে বরই সংগ্রহ শুরু করেছি। ইতিমধ্যে প্রায় লাখ টাকার বিক্রি হয়েছে। এখনো প্রায় দেড় লাখ টাকার বিক্রি হবে বলে আশা করছি। এতে করে আমার সব খরচ বাদ দিয়ে নীট এক থেকে দেড় লাখ টাকা লাভ থাকবে।

বাগান পরিচর্যাসহ কুল তোলায় ব্যস্ত শ্রমিক মালিক ও ফড়িয়ারা। বাগান থেকে বরই কিনতে এসেছিলেন বাদশা আলী। তিনি শহরের মজমপুরে বরই বিক্রি করেন। এই বাগান থেকে আশি টাকা কেজি হিসেবে দেড় মণ বরই কেনেন কয়েখদিন পারপর৷ এই বাগানের বরই বেশ সুস্বাদু বলেও জানান তিনি।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, জমিতে এবারে বিভিন্ন জাতের কুলের বাগান রয়েছে। বাগানগুলো সঠিক পরিচর্যার জন্য কৃষি বিভাগের মাঠকর্মীরা পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। ৪০ টি বরই বাগান আছে। বাহার আলী আমাদের পরামর্শ নিয়ে উন্নত জাতের ভারত সুন্দরী বরই বাগান করেছেন। বাগানে প্রচুর পরিমাণে কুল ধরেছে। বাগানটি দেখে অনেকেই বাগান তৈরির জন্য আমাদের কাছে পরামর্শ নিচ্ছেন। আশাকরি বাগান মালিক কাঙ্ক্ষিত ফল পাবেন।

দিশা সংস্থার কৃষি অফিসার এনামুল হক জানান, রৌদ্রোজ্জ্বল, উচুঁ জমিতে কুল বাগান ভালো হয়। যে বাগানে যত বেশি রোদের আলো লাগবে সেই জমির কুল বেশি মিষ্টি হবে। ৫-৬ হাত দূরত্বে গাছের চারা রোপণ করতে হয়। তুলানামূলক রোগ-বালাইও কম।

দিশা’র সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কৃষিবীদ জিল্লুর রহমান, বলেন, আমরা পিকেএসএফের সহযোগিতায় তামাক চাষ কমাতে ফলজ বাগান গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দিশা সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে ফল বাগান গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে অনেক তরুণ উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসছে। তাদের সার্বিক সহযোগিতার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প’র প্রকল্প পরিচালক রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার দ্বারাই একটি কুল গাছ বা কুল বাগান থেকে আশানুরূপ ভালো গুণগত মানসম্পন্ন ও অধিক ফলন আশা করা যায়। কুল বাগানে প্রথম ৪-৫ বছর শীতকালীন ও অন্যান্য ডাল জাতীয় ফসল চাষ করে তা থেকে আলাদা মুনাফা অর্জন করা

সম্ভব।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সুফি মো: রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘অনেক উন্নত জাতের সুস্বাদু কুল চাষ হচ্ছে এ জেলায়। কুল বাগান করে লাভবান হওয়ায় আগের থেকে কুলের বাগানের সংখ্যাও বাড়ছে।’